[redacted]

[redacted]

সদস্যদের চিকিৎসা চলমান রয়েছে। এ দুর্ঘটনায় নৌবাহিনী জাহাজ বিজয়ের বিস্তারিত ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে নৌবাহিনী জাহাজ, ইউনিফিল সদর দফতর ও বৈরুতস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের সঙ্গে নৌবাহিনী সদর দফতরের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে।

ইউনিফিল হেড অব মিশন এবং ফোর্স কমান্ডার ও মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডার সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

এ ব্যাপারে তারা ও সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনার অব্যবহৃত পরই বৈরুতে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আল মোস্তাহিদুর রহমান সরেজমিন বানৌজা বিজয় পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তর ও যথাযথ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করেন।

সূত্র- যুগান্তর

বিশ্বে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে করোনায় মারা যাচ্ছে একজন

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে বিশ্বে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে এক জনের প্রাণহানি ঘটছে। বিগত দুই সপ্তাহের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

রয়টার্স তাদের প্রতিবেদনে জানায়, করোনায় বিশ্বজুড়ে গড়ে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৫ হাজার ৯০০ জনের মৃত্যু হচ্ছে। এতে প্রতি ঘণ্টায় দাঁড়ায় ২৪৭ জন বা প্রতি ১৫ সেকেন্ডে এক জন।

বার্তা সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবারে বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৭ লাখ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যায় প্রথমের সারিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ভারত ও মেক্সিকো এবং দেশগুলোতে এখনো বাড়ছে।

মাঝে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা কমলেও দেশটিতে দুটোই ফের ঊর্ধ্বমুখী। বিগত সপ্তাহে দেশটিতে টানা চার দিন প্রতিনিয়ত ৬০ হাজারের বেশি শনাক্ত হয়েছে।

এছাড়া ভারতের প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে ৫০ হাজারের বেশি জন করে। এদিকে ব্রাজিল ও মেক্সিকোতেও সংক্রমণ কমার লক্ষণ নেই। রয়টার্স, এনডিটিভি

লেবাননে বিস্ফোরণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১৯ সদস্য আহত

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বিস্ফোরক দ্রব্যের গুদামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে আহতদের মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১৯ সদস্যও রয়েছেন। তাদের একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) যুগান্তরকে এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে। আহত ১৯ জনের সবাই হাসপাতালে ভর্তি।

বিবিসির খবরে জানা গেছে, ওই বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন চার হাজারের বেশি মানুষ।

মঙ্গলবার বিকালে বৈরুতের বন্দর এলাকার ওই বিস্ফোরণে পুরো বৈরুত শহর ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে। লেবাননের কর্মকর্তারা বলছেন, বিস্ফোরণস্থলের ধ্বংসস্তূপ সরাতে এখনও কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

অর্থনৈতিক সংকট আর করোনাভাইরাস মহামারীর সঙ্গে লড়তে থাকা বৈরুতে বহু বছরের মধ্যে বিস্ফোরণে হতাহতের সবচেয়ে বড় ঘটনা এটি।

লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতিসংঘ ট্রাইব্যুনালের রায়ের তিন দিন আগে ওই বিস্ফোরণের কারণ শুরুতে স্পষ্ট ছিল না।

তবে পরে দেশটির কর্মকর্তারা বিস্ফোরকের গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনা

জানান।

প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন এক টুইটে বলেছেন, কোনো ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে দুই হাজার ৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বন্দরে মজুদ করে রাখা হয়েছিল, যা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়, বৈরুতের বন্দর এলাকা থেকে বড়ু গম্বুজ আকারে ধোঁয়া উড়ছে, এর কিছুক্ষণের মধ্যে বিকট বিস্ফোরণে গাড়ি, ভবন উড়ে যেতে দেখা যায়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণে বাড়িঘর এমন কেঁপে উঠেছিল যে, স্থানীয়রা ভাবছিলেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে মানুষের চিৎকার ও ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। বাড়িঘরের জানালার কাচ ও বেলকনি ভেঙেও অনেকে আহত হন।

সূত্র- যুগান্তর

আইপিএলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগে ক্রিকেটারদের ‘৫ বার’ করোনা টেস্ট

বিসিসিআই’র পাঠানো প্রস্তুতির খসড়া অনুসারে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রশিক্ষণ শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের কমপক্ষে পাঁচ বার কোভিড-১৯ টেস্ট দিতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদের সেই রিপোর্ট নেগেটিভ হতে হবে। এছাড়াও আইপিএল চলাকালীন প্রতি পাঁচ দিন অন্তর এই পরীক্ষা করা হবে।

বিসিসিআই’র এক কর্মকর্তা এমনটাই জানিয়েছেন। সকল ভারতীয় খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের ভারতে নিজ নিজ দলগুলির সঙ্গে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডে যোগ দেওয়ার এক সপ্তাহ আগে ২৪ ঘন্টা আলাদা করে দু’টি কোভিড-১৯ অর্থাৎ আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করতে হবে।

যদি কোনও ব্যক্তির রিপোর্ট পজিটিভ এসে তাকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে চলে যেতে হবে। ১৪ দিনপর তাঁকে ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে দু’বার কোভিড-১৯ আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করাতে হবে। সেই রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তবে সেই ব্যক্তি আইপিএলে যোগ দেওয়ার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিমানে উঠতে পারবেন।

আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর। চলবে ১০ নভেম্বর পর্য। আমিরাতে পৌঁছনোর পরেও খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফসহ সব কর্মীদের বায়ো বাবলের এর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তবে তার আগে প্রত্যেকের কোভিড-১৯ টেস্টের রিপোর্ট তিনবার নেগেটিভ আসতে হবে। এই প্রোটোকলটিতে দলগুলির প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে তবে, খেলোয়াড় এবং দলের কর্মকর্তাদের সুরক্ষায় কোনও আপস করা হবে না।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছনোর প্রথম সপ্তাহে খেলোয়াড় এবং দলের কর্মকর্তাদের হোটেলে একে অপরের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না। তারা তিনবার নেগেটিভ আসার পর তা করতে পারে। এরপরে তারা টুর্নামেন্টের বায়ো বাবলে প্রবেশের জন্য ছাড় পাবে এবং প্রশিক্ষণ শুরুর অনুমতি মিলবে।

কিন্তু যে সব বিদেশী ক্রিকেটার সরাসরি আমিরাতে পৌঁছবেন, তাদের কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ওই কর্মকর্তা জানান, সকল বিদেশী খেলোয়াড় এবং সহায়তা কর্মীদেরও আমিরাতের বিমান ধরার আগে দু’টি কোভিড-১৯ আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করাতে হবে। পরীক্ষাগুলি নেতিবাচক হলেই বিমানে উড়তে পারবে৷ যদি না হয় তবে একইভাবে তাদেরও ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকবে হবে। পরে দু’টি নেগেটিভ রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর আমিরাতের ফ্লাইট ধরতে সক্ষম হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

চীনা ভ্যাকসিন: ফল সন্তোষজনক হলে স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর প্রয়োগ

চীনা কোম্পানির তৈরি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের ফেজ-থ্রি ট্রায়াল বা তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষামূলক ব্যবহার বাংলাদেশে করার অনুমোদন দিতে পারে সরকার। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর ভ্যাকসিনটি প্রয়োগের অনুমোদন দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মান্নান।
মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান তিনি।

সচিব বলেন, চীনের একটি ওষুধ কোম্পানি করোনার ভ্যাকসিনের তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার আবেদন করেছেন। আইসিডিডিআর,বির মাধ্যমে আবেদন স্বাস্থ্য অধিদফতর হয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসেছে। এ বিষয়ে আজ আইসিডিডিআর,বি প্রতিনিধিদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে আমরা জরুরি বৈঠক করেছি।

তিনি বলেন, আমরা খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি চীনের সিনোফার্ম ওষুধ কোম্পানিটি সম্পূর্ণ একটি বেসরকারি কোম্পানি। এর সঙ্গে চীনা সরকারের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এই প্রতিষ্ঠানটির তৈরি ভ্যাকসিন ইতিপূর্বে চীনে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে নিরীক্ষা চালিয়ে সফল হয়েছে। সেটা বিবেচনায় রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে যদি তা সন্তোষজনক হয় তবে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর প্রয়োগের জন্য আইসিডিডিআর,বির মাধ্যমে এ ভ্যাকসিনের অনুমোদন দেয়া হবে।

তিনি বলেন, তৃতীয় পর্যায়ে ট্রায়ালের জন্য অন্তত ৪২শ’ লোকবলের প্রয়োজন। বাংলাদেশের কোভিড স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই সংখ্যক কর্মী রয়েছে। এজন্য তারা বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালের সময় চীনে রোগীর সংখ্যা কমে গেছে। এটি বাংলাদেশের জন্যও আশার কথা বলে জানান সচিব।

এসময় আইসিডিডিআরবি প্রতিনিধি দলের সদস্য ডিজি ড্রাগের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

করোনা: ইরানের বিরুদ্ধে মৃত্যুর তথ্য ধামাচাপা দেয়ার অভিযোগ

ইরান সরকার যে দাবি করেছে, দেশটিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা তার চেয়েও তিনগুণ বেশি। বিবিসি পারসিয়ান সার্ভিসের এক অনুসন্ধানে এমন তথ্য পাওয়ার দাবি করা হয়েছে।

সরকারি উপাত্ত বলছে, ইরানে গত ২৫ জুলাই পর্যন্ত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ৪২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে ১৪ হাজার ৪০৫ জন মৃত্যুর দাবি করেছে।

আর আক্রান্তের সংখ্যাও সরকারি হিসাবের দ্বিগুণ হবে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তেহরানের হিসাবে, দুই লাখ ৭৮ হাজার ৮২৭ মানুষ মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু বিবিসির অনুসন্ধান বলছে, এই সংখ্যা চার লাখ ৫১ হাজার ২৪ জন।

একটি অজ্ঞাত সূত্রের পাঠানো নথি অনুসারে বিবিসি এই প্রতিবেদন তৈরির দাবি করেছে।

ইরানের বাইরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশগুলোর একটি ইরান। নথি অনুযায়ী, ইরানে কোভিড-১৯ এ প্রথম মৃত্যু রেকর্ড করা হয় ২২ জানুয়ারি। অথচ শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটি তাদের ভূখণ্ডের ভেতর প্রথম রোগী শনাক্তের কথা প্রকাশ করেছিল তার প্রায় একমাস পর।

দেশটিতে প্রাদুর্ভাব শুরুর পর থেকেই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সরকারি হিসাব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আসছিলেন অনেক পর্যবেক্ষক।

তারা বলে আসছিলেন, ইরানের জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে মিল না থাকার কারণেই তাদের সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

বিস্তৃত আকারে পরীক্ষা না করতে পারায় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত-মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে

কয়েক গুণ বেশি হবে।

কিন্তু ইরান যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মৃত্যুর সংখ্যা ধামাচাপা দিয়েছে; তা হাতে আসা নথিগুলো থেকে স্পষ্ট হয়েছে বলে বিবিসির দাবি।

নথিগুলোতে ইরানের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর নাম, বয়স, জেন্ডার, উপসর্গ, হাসপাতালে থাকার সময় ও রোগীর পরিস্থিতির তথ্য দেয়া আছে।

মহামারী নিয়ে ইরান যে রাজনৈতিক খেলা খেলছে তা বন্ধে সত্যের উপর আলোকপাত করতেই বিবিসিকে এ নথি পাঠানো হয়েছে বলে ইমেইলে বলা হয়েছে।

বিবিসি লিখেছে, যিনি ওই নথি পাঠিয়েছেন, তিনি ইরানের কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের কেউ কি না, কিংবা তিনি কীভাবে এসব নথি জোগাড় করেছেন, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত হতে পারেনি।

সূত্র-যুগান্তর

নিষেধাজ্ঞা কমলো ১৮ মাস, তবুও সন্তুষ্ট নন উমর আকমল

ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব গোপন করে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান উমর আকমল। তবে সেই সাজার বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন তিনি। তার আবেদনে সাড়া দিয়ে গতকাল বুধবার (২৯ জুলাই) তার নির্বাসনের মেয়াদ ১৮ মাস কমানো হয়েছে। অর্থাৎ তিন বছের পরিবর্তে দেড় বছর পরেই ফের বাইশ গজে ফিরতে পারবেন এই পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান।

মেয়াদ কমে যাওয়ায় আগামী বছরের আগস্টে আবার খেলা শুরু করতে পারেন আকমল। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারক ও স্বতন্ত্র বিচারক ফকির মোহম্মদ খোকর আকমল ও তার আইনজীবী আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন শুনানির জন্য। সংক্ষিপ্ত শুনানির পরে, দুই সপ্তাহ আগে

সংরক্ষিত আপিলের ফলাফল ঘোষণা করেন তিনি।

এপ্রিল মাসে আকমলের উপর দু’টি ম্যাচ ফিক্সিং প্রস্তাবের চার্জ লাগানো হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিটি অপরাধের জন্য তিন বছরের নির্বাসনে পাঠানো হয় আকমলকে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতিবিরোধী কোডে বলা রয়েছে যে, খেলোয়াড়দের অবশ্যই দুর্নীতির সকল পদ্ধতি কর্তৃপক্ষকে জানাতে বাধ্য থাকতে হবে।

কিন্তু নির্বাসনের বিরুদ্ধে আবেদন করে আকমল অভিযোগ করেছিলেন যে, তার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি এখনও সন্তুষ্ট নই কারণ অন্য খেলোয়াড়রাও একই অভিযোগে কম শাস্তি পেয়েছিল। ২০১৭ সালে সাবেক পাকিস্তানি পেসারমোওহম্মদ ইরফান একই অপরাধে এক বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন।

আকমল আরও বলেন, আমি আমার আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করব এবং এরপরে আরও নির্বাসন কমিয়ে আনার চেষ্টা করব।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কাতার থেকে ফিরলেন ৪১৬ বাংলাদেশি

কাতারের রাজধানী দোহা থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন ৪১৬ বাংলাদেশি। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ১৯ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তাহেরা খন্দকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ভ্রমণ করায় কাউকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হয়নি।

জানা গেছে, বৈশ্বিক মহামারি করোনায় কাতারে আটকা পড়েছিলেন এ ৪১৬

বাংলাদেশি। দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকায় তারা দেশে ফিরতে পারছিলেন না। উভয় দেশের সরকারের সহযোগিতায় বিমানের চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা বৃহস্পতিবার দেশে ফেরেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন